দৈনিক সংবাদ

২৯/৮/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৭ ......

১৯৯৭ সাল থেকে বন্ধ ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খুলে দেয়া হোক

সন্ত্রাসের জনপথ হিসেবে ফেনীর সুনাম দীর্ঘদিনের। টাইগার বাহিনী থেকে ভিপি জয়নাল হয়ে আজ জয়নাল হাজারীর কাছে ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে। দায়িত্ব গ্রহণকারী সবাই দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে নিজেদের বাংলাদেশে বিখ্যাত করার পাশাপাশি ফেনীকেও খ্যাত করেছেন। এহেন সাধু কাজের জন্য জনগণ তাদের অভিনন্দন জানাতে না পারলেও রাজনৈতিক দলগুলোর অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়ে এরা নিজেরা ধন্য হয়েছে, ফেনীকে ধন্য করেছে।

জনপথ ফেনীর এই উন্নয়নের রূপকাররা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে দেশ বা জনগণকে কোন বাধা বলে মনে করেনি। ১৯৯৭ সালে বন্ধ করে দেয়া ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আধিপত্য বিস্তারের একটা প্রধান সাক্ষী হয়ে আজ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। সরকারি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ ৪ বছর বন্ধ অথচ তা খুলে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

দেশের উন্নয়নে মধ্যম স্তরের কারিগরি জনশক্তি উৎপাদনকারী ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কোটি কোটি টাকার ভবন ও যন্ত্রপাতি আজ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যেতে চলেছে। বিনা ব্যবহারে জনগণের সম্পদ নষ্ট করার জন্য কাউকে কোন জবাবদিহি করা যাবে না। জনগণের টাকা তো গৌরী সেনের টাকা। তাই যদি কখনো আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্য কারো প্রয়োজন পড়ে তবে জনগণের অর্থে নতুন করে সাজিয়ে ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু করা যাবে।

আমি বা আমার দলের আধিপত্য বিস্তার করতে পারছি না বলে ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে আমার এলাকায় এনে দিতে হবে, এতে কোন বোধগম্যসম্পন্ন মানুষ সম্মত হতে পারে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসের এমন পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। ৩০/৩৫ বছরের পুরাতন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একজনকে সন্তুষ্ট করতে সরকার প্রধান প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা দিয়ে স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে ফেললেন। সুবিধা অসুবিধা কিছুই বিবেচনার প্রয়োজন হলো না।

ফেনী পলিটেকনিক বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, কারিগরি শিক্ষার মহাপরিচালক কেউ খোঁজ করলেন না। সবাই তাদের রুটিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকলেন। ছাত্ররা একবছর ধরে চিৎকার করে কোনরকমে অন্য পলিটেকনিকে পড়ার ব্যবস্থা করে জীবন বাঁচায়। ছাত্রবিহীন ফেনী পলিটেকনিক এখন ঘুণ আর মরচের রাজত্বে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও কারিগরি শিক্ষার মহাপরিচালকরা একজন সন্ত্রাসী জনপ্রতিনিধির মনস্কামনা অনুযায়ী সরকার প্রধানের নির্দেশ বাস্তবায়ন করলেন না বা জনগণের অর্থের অপচয় রোধেও কোন ভূমিকা রাখলেন না। আমার সীমিত জ্ঞানে জানি না এই তিন মহোদয়ের ফেনী পলিটেকনিক সচল করতে কোন দায়িত্ব ছিল কি না?

প্রকৃত অর্থে সরকারি ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আবার খুলে দেয়ার দায়িত্ব যার হোক না কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান কি অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন? জাতীয় উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারা এমন ইনস্টিটিউট বন্ধ রাখা জাতীয় ক্ষতি। তাই অবিলম্বে ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খুলে দেন।

এম আর খায়রুল উমাম
৮৯ বেজপাড়া, যশোর।